ণত্ব-বিধি ষত্ব বিধি

তানহি খান তানহা

ণত্ব-বিধান ণত্ব বিধি

ষত্ব-বিধান বা ষত্ব বিধি

ণ-বিষয়ক যে বিধান

ষ- বিষয়ক যে বিধান

তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে ‘ণ/ ষ’ ব্যবহার করার নিয়মকেই বলা হয় ণত্ব ও ষত্ব বিধান।

ণত্ব-বিধান ণত্ব বিধি

নিয়ম-১

ঋ, র, ষ এই তিনটি বর্ণের পর তৎসম শব্দের দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়।

ঋণ ভূষণ, অন্বেষণ, অরণ্য, রণ, ঘৃণা, বর্ণ ইত্যাদি।

ট বর্গের পূর্বে দন্ত্য ‘ন’ মূর্ধন্য ‘ণ’ হয়

বণ্টন, লুণ্ঠন, খণ্ড ইত্যাদি

ক বর্গীয় ধ্বনি	ক, খ, গ, ঘ, ঙ
চ বর্গীয় ধ্বনি	চ, ছ, জ, ঝ, ঞ
ট বর্গীয় ধ্বনি	ট, ঠ, ড, ঢ, ণ
ত বর্গীয় ধ্বনি	ত, থ, দ, ধ, ন
প বর্গীয় ধ্বনি	প, ফ, ব, ভ, ম

নিয়ম-৩

কৃপণ, হরিণ, অর্পণ, লক্ষণ, নির্বাণ, দর্পণ, গ্রহণ ইত্যাদি

ঋ, র, ষ-এর পর স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, ষ, হ অথবা ং (অনুস্বার) থাকলে তার পরবর্তী দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়।

কতোগুলো শব্দে স্বভাবতই ণ হয়

চাণক্য মাণিক্য গণ বাণিজ্য লবণ মণ

বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা

কল্যাণ শোণিত মণি স্থাণু গুণ পূণ্য বেণী

ফণী অণু বিপণি গণিকা

আপণ লাবণ্য বাণী নিপুণ ভণিতা পাণি

গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ

চিক্কণ নিক্কণ তূণ কফোণি বণিক গুণ

গণনা পিণাক পণ্য বাণ

সঠিক বানান

পূর্বাহ্ণ	পূর্বাহ্ন
সায়াহ্ন	সায়াহ্ণ
অপরাহ্ণ	অপরাহ্ন
মধ্যাহ্ন	মধ্যাহ্ণ
অহ্ন	অহ্ণ
প্রাহ্ণ	প্রাহ্ন

ণ-ত্ব হবে না যখন

সর্বনাম দুর্নীতি

দুর্নাম দুর্নিবার পরনিন্দা অগ্রনায়ক

সমাসবদ্ধ শব্দে ণত্ব বিধান খাটে না। অর্থাৎ, সমাসের মাধ্যমে গঠিত শব্দে ‘ণ’ হয় না, ‘ন’ হয়।

ণ-ত্ব হবেনা যখন

ক বর্গীয় ধ্বনি	ক, খ, গ, ঘ, ঙ
চ বর্গীয় ধ্বনি	চ, ছ, জ, ঝ, ঞ
ট বর্গীয় ধ্বনি	ট, ঠ, ড, ঢ, ণ
ত বর্গীয় ধ্বনি	ত, থ, দ, ধ, ন
প বর্গীয় ধ্বনি	প, ফ, ব, ভ, ম

ত-বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হলে কখনোই 'ন', 'ণ' হয় না।
অর্থাৎ, ত, থ, দ, ধ, ন- এদের সঙ্গে যুক্ত হলে সেটা 'ন' হবে।

যেমন- অন্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন, চন্দন

ষত্ব-বিধান বা ষত্ব বিধি

ষ- বিষয়ক যে বিধান

তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে ‘ষ’ ব্যবহার করার নিয়মকেই বলা হয় ষত্ব বিধান।

অ/আ ছাড়া অন্য স্বরধ্বনি এবং ক, র-এর পরের 'স', 'ষ' হয়।

ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ, ক, র- এদের পরে স থাকলে তা ষ হয়।

ভবিষ্যৎ (ভ+অ+ব+**ই+ষ**+য+ত্)

মুমূর্ষু (ম+উ+ম+ঊ+**র+ষ**+উ)

চক্ষুষ্মান (চ+অ+ক+ষ+**উ+ষ**+ম+আ+ন)

চিকীর্ষা (চ+ই+ক+ঈ+**র+ষ**+আ

ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গের পরে প্রায়ই ষ হয়।

অভিসেক> অভিষেক

সুসুপ্ত> সুষুপ্ত

অনুসঙ্গ> অনুষঙ্গ

প্রতিসেধক> প্রতিষেধক

প্রতিস্থান> প্রতিষ্ঠান

বিসম> বিষম,

সুসমা> সুষমা

ঋ ও র-এর পরে ষ হয়

ঋষি, কৃষক, তৃষ্ণা, উৎকৃষ্ট, বৃষ্টি, দৃষ্টি,
কৃষ্টি, সৃষ্টি, বর্ষা ,বর্ষণ

ট ও ঠ-র সঙ্গে যুক্ত হলে ষ হয়

কষ্ট, স্পষ্ট, নষ্ট, কাষ্ঠ, ওষ্ঠ

র ধ্বনির পরে যদি অ আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি থাকে তবে তার পরে ষ হয়

পুরস্কার পুরষ্কার

পরিষ্কার পরিস্কার

তিরস্কার তিরষ্কার

আবিষ্কার আবিস্কার

কতোগুলো শব্দে স্বভাবতই ষ হয়

T. M

অ= অভিলাষ

আ= আষাঢ়, আভাষ

ঈ= ঈষৎ

ঊ= ঊষা, ঊষর

ঔ= ঔষধ, ঔষধি

ক= কলুষ, কোষ

ত= তোষণ

দ= দ্বেষ

প= পাষন্ড, পাষাণ, পোষণ, পৌষ

ভ= ভাষা, ভাষ্য, ভাষণ, ভূষণ

ম= মানুষ

র= রোষ

শ= শোষণ

স= সরিষা

ষ= ষোড়শ, ষড়যন্ত্র, ষটচক্র

নবম-দশম

ষড়ঋতু, আষাঢ়, পৌষ, ঊষা

মানুষ, কোষ, ভাষা, ভূষণ, ভাষণ

পাষাণ, কলুষ, ষড়যন্ত্র, দ্বেষ, রোষ, ঔষধ

ষ হয়না যখন

বিদেশি, খাঁটি বাংলা শব্দে কখনোই ‘ষ’ হয় না।

যেমন- করিস, দেশি, মিশি, আবাস, জিনিস, পোশাক, মাস্টার, পোস্ট, ইত্যাদি।

যেসব শব্দের শেষে ‘সাৎ’ শব্দাংশটি আছে, সেখানে সাৎ বানানে ষ হয় না। যেমন- অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ